بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

আশরাফুল মাখলূক্বাত মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত বিধান সমূহ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত যুগে যুগে যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশজন নবীর নাম আল্লাহ পবিত্র কুরআনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং সত্যের পথে তাঁদের দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামের হৃদয়গ্রাহী কাহিনী বর্ণনা করে মানবতার সামনে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অনুপম মানদণ্ড উপস্থাপন করেছেন। এসব কাহিনী কেবল চিত্তবিনোদনের খোরাক নয়, বরং এক অবিরাম বিচ্ছুরিত আলোকধারা, যার প্রতিটি কণায় বিকশিত হয় মানবতার সর্বোচ্চ নমুনা। নবী ও রাসূলগণের জীবনালেখ্য জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাভাষায় এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস খুবই দুর্লভ। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাননীয় লেখক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বগুড়া যেলা কারাগারে অবস্থানকালে পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও মিশকাতুল মাছাবীহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি সমাপ্ত করেন। মুহতারাম লেখক এই ইতিহাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সূত্রগুলির উপর নির্ভর করেছেন এবং যাবতীয় ইসরাঈলী বর্ণনা ও সমাজে প্রচলিত নানা উপকথা ও ভিত্তিহীন কেচ্ছা-কাহিনী থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সংযোজন হ'ল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনী থেকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মার্চ'১০-য়ে ১৩ জন নবীর জীবনী নিয়ে ১ম খণ্ডের 'প্রথম সংস্করণ' বের হবার পর কয়েক মাসের মধ্যে সব কপি শেষ হয়ে যায়। এবারের ২য় সংস্করণে কিছু সংযুক্তি ও বিযুক্তি ছাড়াও বইয়ের শেষে 'প্রশ্নমালা' সংযোজন করা হয়েছে, যা ব্যস্ত পাঠক ও শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য সহায়ক হবে। বাকী ১১ জন নবীর জীবনী নিয়ে ২য় খণ্ড এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী নিয়ে ৩য় খণ্ড সত্বর বের হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দৃঢ় আশাবাদী যে, এর মাধ্যমে পাঠকসমাজ মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাসের পাদপীঠে নিজেদেরকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন এবং নবীগণের উন্নত জীবনকে উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার প্রেরণা লাভ করবেন।

পরিশেষে সুলিখিত এ গ্রন্থটির বিজ্ঞ রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!!

-প্রকাশক

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৯
১. হযরত আদম *(আলাইহিস সালাম)*	১২
শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ	১৩
আদম সৃষ্টির কাহিনী	১৫
খলীফা অর্থ	১৫
সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য	১৭
আদমের পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্ব	১৮
নারী জাতি পুরুষেরই অংশ এবং তার অনুগত	১৯
নগ্নতা শয়তানের প্রথম কাজ	২১
মানব সৃষ্টির রহস্য	২২
জান্নাত থেকে পতিত হবার পর	২৫
আদমের অবতরণ স্থল	২৬
‘আহ্দে আলাস্ত-র বিবরণ	২৬
‘আহ্দে আলাস্ত-র উদ্দেশ্য	৩১
অন্যান্য অঙ্গীকার গ্রহণ	৩২
আদমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব	৩৬
দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনায় আদম (আঃ)	৪২
আদম পুত্রদ্বয়ের কাহিনী	৪২
হত্যাকাণ্ডের কারণ	৪৩
শিক্ষণীয় বিষয়	৪৭
মৃত্যু ও বয়স	৪৮
আদম (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	৪৮
২. হযরত নূহ *(আলাইহিস সালাম)*	৫১
নূহ (আঃ)-এর পরিচয়	৫১
তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা	৫৪
স্বীয় কওমের প্রতি নূহ (আঃ)-এর দাওয়াত	৫৫
নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাঁচটি আপত্তি	৫৭
আপত্তি সমূহের জওয়াব	৫৮
নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি	৬১
নূহের প্লাবন ও গযবের কুরআনী বিবরণ	৬৪

Contents

অন্যান্য বিবরণ	৬৭
নৌকার আরোহীগণ	৬৯
নূহ (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	৭০
৩. হযরত ইদরীস *(আলাইহিস সালাম)*	৭৩
ইদরীস (আঃ)-এর পরিচয়	৭৩
৪. হযরত হূদ *(আলাইহিস সালাম)*	৭৬
হূদ (আঃ)-এর পরিচয়	৭৬
হূদ (আঃ)-এর দাওয়াত	৭৭
কওমে 'আদ-এর প্রতি হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম	৮৪
হূদ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি	৮৬
কওমে 'আদ-এর উপরে আপতিত গযব-এর বিবরণ	৮৭
কওমে 'আদ-এর ধ্বংসের প্রধান কারণ সমূহ	৮৯
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	৯০
৫. হযরত ছালেহ *(আলাইহিস সালাম)*	৯১
কওমে ছামূদ-এর প্রতি হযরত ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াত	৯২
ছালেহ (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি	৯৪
কওমে ছামূদ-এর উপরে আপতিত গযবের বিবরণ	৯৫
গযবের ধরন	১০১
কওমে ছামূদ-এর ধ্বংস কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ	১০৩
৬. হযরত ইবরাহীম *(আলাইহিস সালাম)*	১০৫
আবুল আম্বিয়া ও সাইয়েদুল আম্বিয়া	১০৫
নবী ইবরাহীম	১০৭
সামাজিক অবস্থা	১০৮
ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াত : মূর্তিপূজারী কওমের প্রতি	১০৮
পিতার প্রতি	১০৯
পিতার জবাব	১১০
ইবরাহীমের জবাব	১১১
পিতাকে ও নিজ সম্প্রদায়কে একত্রে দাওয়াত	১১১
দাওয়াতের সারকথা ও ফলশ্রুতি	১১৪
তারকা পূজারীদের সাথে বিতর্ক	১১৫
একটি সংশয় ও তার জওয়াব	১১৮
ইবরাহীম মূর্তি ভাঙ্গলেন	১২০
নমরূদের সঙ্গে বিতর্ক ও অগ্নিপরীক্ষা	১২২

হিজরতের পালা ১২৪
ইবরাহীমের হিজরত-পূর্ব বিদায়ী ভাষণ ১২৫
কেন'আনের জীবন ১২৬
মিসর সফর ১২৬
শিক্ষণীয় বিষয় ১২৮
ইবরাহীমের কথিত তিনটি মিথ্যার ব্যাখ্যা ১২৮
তাওরিয়া ও তাক্বিয়াহ ১২৯
কেন'আনে প্রত্যাবর্তন ১৩১
ইবরাহীমী জীবনের পরীক্ষা সমূহ ১৩২
বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহ ১৩৩
কেন'আনী জীবনের পরীক্ষা সমূহ ১৩৪
শিক্ষণীয় বিষয় ১৩৬
খাৎনা করণ ১৩৭
পুত্র কুরবানী ১৩৭
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১৩৯
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৪১
(১) ইসহাক জন্মের সুসংবাদ ১৪১
(২) মৃতকে জীবিত করার দৃশ্য প্রত্যক্ষকরণ ১৪৩
(৩) বায়তুল্লাহ নির্মাণ ১৪৪
পরীক্ষা সমূহের মূল্যায়ন ১৪৮
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৫০
উপসংহার ১৫১

৭. হযরত লূত্ব *(আলাইহিস সালাম)* ১৫২
লূত (আঃ)-এর দাওয়াত ১৫৩
লূত (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি ১৫৪
গযবের বিবরণ ১৫৬
ধ্বংসস্থলের বিবরণ ১৬০
মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা ১৬১
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ১৬২

৮. হযরত ইসমাঈল *(আলাইহিস সালাম)* ১৬৩
পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের দৃষ্টান্ত ১৬৫
প্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষী ১৬৫
যবীহুল্লাহ কে? ১৬৬

Contents

৯. হযরত ইসহাক্ব *(আলাইহিস সালাম)* ১৬৯
১০. হযরত ইয়াকূব *(আলাইহিস সালাম)* ১৭০
ইয়াকূবের অছিয়ত ১৭২
১১. হযরত ইউসুফ *(আলাইহিস সালাম)* ১৭৪
সূরা নাযিলের কারণ ১৭৪
সুন্দরতম কাহিনী ১৭৫
আরবী ভাষায় কেন? ১৭৬
কাহিনীর সার-সংক্ষেপ ১৭৬
সূরাটি মক্কায় নাযিল হওয়ার কারণ ১৭৮
ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী ১৭৯
মিসরে ইউসুফের সময়কাল ১৮০
শৈশবে ইউসুফের লালন-পালন ও চুরির ঘটনা ১৮১
ইউসুফ-এর স্বপ্ন ১৮২
ভাইদের হিংসার শিকার হলেন ১৮৪
ইউসুফ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হ'লেন ১৮৪
পিতার নিকটে ভাইদের কৈফিয়ত ১৮৭
কাফেলার হাতে ইউসুফ ১৮৮
ইউসুফ মিসরের অর্থমন্ত্রীর গৃহে ১৯০
ইউসুফ যৌবনে পদার্পণ করলেন ১৯১
যৌবনের মহা পরীক্ষায় ইউসুফ ১৯২
মহিলাদের সমাবেশে ইউসুফ ১৯৩
নবীগণ নিষ্পাপ মানুষ ছিলেন ১৯৫
ইউসুফের সাক্ষী কে ছিলেন? ১৯৬
ইউসুফ জেলে গেলেন ১৯৬
কারাগারের জীবন ১৯৮
জেলখানার সাথীদের নিকটে ইউসুফের দাওয়াত ১৯৮
ইউসুফের দাওয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ২০০
বাদশাহ্র স্বপ্ন ও কারাগার থেকে ইউসুফের ব্যাখ্যা দান ২০২
বাদশাহ্র দূতকে ফেরৎ দানে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ২০৪
বাদশাহ্র দরবারে ইউসুফ (আঃ) ২০৫
ইউসুফের অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ এবং সাথে সাথে বাদশাহীর ক্ষমতা লাভ ২০৬
ইউসুফের দক্ষ শাসন ও দুর্ভিক্ষ মুকাবিলায় অপূর্ব ব্যবস্থাপনা ২০৮
ভাইদের মিসরে আগমন ২০৯

ইউসুফের কৌশল অবলম্বন ও বেনিয়ামীনের মিসর আগমন ২১০
বেনিয়ামীনকে আটকে রাখা হ'ল ২১৬
শিক্ষণীয় বিষয় ২১৭
বেনিয়ামীনকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ভাইদের প্রচেষ্টা ২১৮
বেনিয়ামীনকে রেখেই মিসর থেকে ফিরল ভাইয়েরা ২২০
পিতার নিকটে ছেলেদের কৈফিয়ত ২২১
পিতার নির্দেশে ছেলেদের পুনরায় মিসরে গমন ২২২
ইউসুফের আত্মপ্রকাশ এবং ভাইদের ক্ষমা প্রার্থনা ২২৩
ইউসুফের ব্যবহৃত জামা প্রেরণ ২২৪
ভাইদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের তাৎপর্য ২২৫
ইয়াকূব (আঃ) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন ২২৬
ঘ্রাণের গন্ধে দৃষ্টিশক্তি ফেরা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য ২২৭
পিতার নিকটে ছেলেদের ক্ষমা প্রার্থনা ২২৭
ইয়াকূব-পরিবারের মিসর উপস্থিতি ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন ২২৮
ইউসুফের দো'আ ২৩০
ইউসুফের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা ২৩০
শেষনবীর প্রতি আল্লাহ্র সম্বোধন ও সান্ত্বনা প্রদান ২৩১
ইউসুফের কাহিনী এক নযরে ২৩৩
ইয়াকূব (আঃ)-এর মৃত্যু ২৩৪
ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যু ২৩৪
সংশয় নিরসন ২৩৫
ইউসুফের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ২৫১

১২. হযরত আইয়ূব *(আলাইহিস সালাম)* ২৫৩
আইয়ূবের ঘটনাবলী ২৫৫
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ২৬১

১৩. হযরত শো'আয়েব *(আলাইহিস সালাম)* ২৬২
হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াত ২৬৩
কওমে শো'আয়েব-এর ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা এবং দাওয়াতের সারমর্ম ২৬৪
শো'আয়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের ফলশ্রুতি ২৬৬
শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ ২৭০
আহলে মাদইয়ানের উপরে আপতিত গযবের বিবরণ ২৭১

প্রশ্নমালা ২৭৪

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে পৃথিবীতে স্থিতি দান করেছেন। তিনি তাদেরকে অসহায় ও লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি *(মুমিনূন ২৩/১১৫)*। বরং 'প্রথম মানুষ' আদমকে তাঁর বংশধরগণের হেদায়াতের জন্য 'প্রথম নবী' হিসাবে প্রেরণ করেন *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*। এভাবে আদম *(আলাইহিস সালাম)* হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বর প্রেরিত হন।[১] বহু নবীর নিকটে আল্লাহ পাক 'ছহীফা' বা পুস্তিকা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে দেন পৃথক পৃথক শরী'আত বা জীবন বিধান। তবে চার জন শ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকটে আল্লাহ প্রধান চারটি 'কিতাব' প্রদান করেন। যথাক্রমে মূসা *(আলাইহিস সালাম)*-এর উপরে 'তাওরাত', দাঊদ (আঃ)-এর উপরে 'যবূর', ঈসা (আঃ)-এর উপরে 'ইনজীল' এবং শেষনবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর উপরে 'কুরআন'। প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন বনু ইস্রাঈলের নবী এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত তিনটি কিতাব নাযিল হয়েছিল একত্রিত আকারে। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত হয়েছিলেন 'বিশ্বনবী' হিসাবে বনু ইসমাঈলে এবং শেষ কিতাব 'কুরআন' নাযিল হয়েছিল বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপরে দীর্ঘ ২৩ বছরের বিস্তৃত সময় ধরে মানুষের বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে খণ্ডাকারে। শেষনবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর আগমন ও শেষ কিতাব 'কুরআন' নাযিলের পর বিগত সকল নবুঅত ও সকল কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এখন বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসাবে *(বাক্বারাহ ২/২, ১৮৫)* কেবলমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*) আনীত সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনই বাকী রয়েছে। নিঃসন্দেহে রাসূলের ছহীহ হাদীছ সমূহ আল্লাহ্র অহী (*নাজম ৫৩/৩-৪*) এবং কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা (*ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯*) ও জীবন মুকুর বৈ কিছুই নয়। যা মুমিন জীবনের চলার পথে ধ্রুবতারার ন্যায় সর্বদা পথ প্রদর্শন করে থাকে (*হাশর ৫৯/৭*)।

---

১. *আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।*

হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত বিরাট সংখ্যক নবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে। তন্মধ্যে একত্রে ১৭ জন নবীর নাম এসেছে সূরা আন'আম ৮৩ হ'তে ৮৬ আয়াতে। বাকী নাম সমূহ এসেছে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে। কেবলমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সূরা ইউসুফে একত্রে বর্ণিত হয়েছে। বাকী নবীগণের কাহিনী কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসেছে। যেমন মূসা ও ফেরাঊনের ঘটনা কুরআনের ২৭টি সূরায় ৭৫টি স্থানে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলিকে একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আল্লাহ বলেন, وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. 'আমরা আপনার পূর্বে এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি...' *(নিসা ৪/১৬৪, মুমিন ৪০/৭৮)*।

আমরা বর্তমান আলোচনায় কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্য সমূহ একত্রিত করে কাহিনীর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেই সাথে বিশ্বস্ত তাফসীর, হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহ থেকেও সামান্য কিছু উদ্ধৃত করেছি। চেষ্টা করেছি নবীদের কাহিনীর নামে প্রচলিত কেচ্ছা-কাহিনী ও ইস্রাঈলী উপকথা সমূহ হ'তে বিরত থাকতে। সীমিত পরিসর ও সীমিত সাধ্যের কারণে অনাকাংখিত ত্রুটি সমূহ থেকে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে আগত সকল নবীই মূলতঃ চারটি বংশধারা থেকে এসেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইব্রাহীম ও আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন। যারা একে অপরের বংশধর ছিল ...' *(আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪)*। এখানে আলে ইবরাহীম বলতে ইসমাঈল ও ইসহাক এবং আলে ইমরান বলতে মূসা ও তাঁর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে। ইবরাহীম-পুত্র ইসহাক তনয় ইয়াকূব-এর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' (অর্থ 'আল্লাহ্র দাস')। তাঁর পুত্র 'লাভী' থেকে ইমরান-পুত্র মূসা, দাঊদ ও ঈসা পর্যন্ত সবাই বনু ইস্রাঈলের নবী ছিলেন *(আনকাবূত ২৯/২৭)*। ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)। এজন্য

ইবরাহীম (*আলাইহিস সালাম*)-কে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বিশ্বে মাত্র দু'জন নবীর একাধিক নাম ছিল। তন্মধ্যে ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম 'ইস্রাঈল' এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (*ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম*)-এর অপর নাম ছিল 'আহমাদ' *(ছফ ৬১/৬)* এবং আরও কয়েকটি গুণবাচক নাম। আল্লাহ সকল নবীর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!!

কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যঃ

প্রশ্ন হ'তে পারে, পবিত্র কুরআনে বিগত নবীগণের ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্য কি? এর জবাব আল্লাহ দিয়েছেন, وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ– 'আমরা পয়গম্বরদের এসব কাহিনী আপনার কাছে বর্ণনা করি, যদ্বারা আমরা আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এর মধ্যে এসেছে আপনার নিকটে সত্য, উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু সমূহ বিশ্বাসীদের জন্য' *(হূদ ১১/১২০)*। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নবুঅতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নামঃ

আদম, নূহ, ইদরীস, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, শু'আয়েব, মূসা, হারূণ, ইউনুস, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', যুল-কিফ্ল, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)। *(ইবনু কাছীর, তাফসীর নিসা ২৬৪)* এঁদের মধ্যে ইবরাহীম-পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহের বংশধর এবং ইবরাহীম-পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। উল্লেখ্য যে, সূরা তওবা ৩০ আয়াতে ওযায়ের-এর নাম, এলেও তিনি নবী ছিলেন না। বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। কুরতুবী বলেন, অত্যাচারী খৃষ্টান রাজা বুখতানছরের ভয়ে যখন ফিলিস্তীনের ইহুদীরা সবাই তওরাত মাটিতে পুঁতে ফেলে এবং তওরাত ভুলে যায়, তখন ওযায়ের তওরাত মুখস্ত করে সবাইকে শুনান। তাতে অনেকে এটাকে অলৌকিকভাবে তাকে 'ইবনুল্লাহ' বা আল্লাহ্র বেটা বলতে থাকে। ইবনু কাছীর ও সুদ্দী প্রমুখের বরাতে কাছাকাছি একইরূপ বর্ণনা করেছেন। আমরা এক্ষণে পরপর তাঁদের জীবনী ও তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা পাব *ইনশাআল্লাহ*।

১. হযরত আদম *(আলাইহিস সালাম)*

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (*আলাইহিস সালাম*)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।[২]

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।[৩] আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। অতএব গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যেসব কথা শুনিয়ে থাকেন, তা অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সূচনা থেকে এযাবত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। মানুষ বানর বা উল্লুকের উদ্বর্তিত রূপ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে 'বিবর্তনবাদ' (Theory of Evolution) পেশ করেছেন, তা বর্তমানে একটি মৃত মতবাদ মাত্র এবং তা প্রায় সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহ্র খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত

---

২. *মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।*

৩. *নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ। আদম এর মূল উপাদান হ'ল মাটি, তাই তাকে 'আদম' বলা হয়। পক্ষান্তরে হাওয়ার মূল হ'লেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে 'হাওয়া' বলা হয়, যা 'হাই' (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন (কুরতুবী), বাক্বারাহ ৩৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।*

(লোকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব *(ইসরা ১৭/৭০)*। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সেকারণ জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল।[৪] কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لو كان للعلم شرف من دون التقى

لكان أشرف خلق الله إبليسُ

‘যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,

তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত’।

শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ :

ইবলীসকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোঁকা দেওয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ। ‘সে মানুষকে বলে কুফরী কর’। কিন্তু যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে ‘আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্কে ভয় করি’ *(হাশর ৫৯/১৬)*। অন্যদিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*। আদম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন[৫] এবং বর্তমানে সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম

---

৪. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭।

৫. আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।